বর্ণচিত্র বনাম আলোকচিত্র

প্রভাকর মুখোপাধ্যায়

যে জগৎটাকে চোখে দেখেছি, সেটাকে রেখা- রঙের সাহায্যে কেন এঁকে দেখানো দরকার, তার কারণ মনোবিজ্ঞানীরা খুঁজে বার করবেন, বা বার করতে পারবেন না। তাগিদ যে একটা ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। তা নইলে শেষ হিম যুগের আগে প্রাচীনপ্রস্তর যুগের মানুষেরা ফলপাকুড় বা পশুমাংসের সন্ধানে বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর ফাঁকে গুহায় দেওয়ালে ছবি আঁকতে যাবে কেন?

অনেক নৃতত্ত্ববিদ বলেছেন, কারণটা ধর্ম কিংবা ম্যাজিক সংক্রান্ত, কোনো পশুর ছবি এঁকে তার গায়ে আঘাতের চিহ্ দেখালে, আসল শিকারের সময় সে পশু সহজবধ্য হবে। আলতামিরা, লাস্কো প্রভৃতি স্থানের গুহাচিত্র দেখলে কিন্তু সেটাই একমাত্র ব্যাখ্যা বলে বিশ্বাস হতে চায় না। বিশ্বাস না হওয়ার দুটো কারণ দেখানো যায়। প্রথমত অনেক ছবির অঙ্কনভঙ্গি বা সাজানোর রীতিতে ছন্দের বোধ সক্রিয় বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত কতগুলি ছবি শিল্প হিসাবে এতই উৎকৃষ্ট যে, কেবল পশুশিকার করার সুবিধার কথাটার মূল্য কমে যায়।

শিল্পে আরো কিছু থাকে, সেটা প্রমাণ হয় পরের যুগের (নব্যপ্রস্তর যুগের) গুহাচিত্র দেখলে। সেগুলি আলতামিয়া ও অন্যান্য প্রাচীন প্রস্তর যুগের ছবির মতো সুন্দর। অনুমান করা হয়, নব্য প্রস্তর যুগে মানুষের ভাষা অনেকটা বিকশিত হয় আর ভাষাশিল্পীরচোখআর তুলির উপর প্রভাব, আর যে প্রভাব সাধারণত ক্ষতিকর। যেমন এই নতুন যুগের চিত্রকরেরা অনেক সময় মানুষের মুখের পর্শ্বচিত্র আঁকতে গিয়ে দুটো চোখ দেখিয়েছেন। পাশ দিয়ে যে একসঙ্গে দুটো চোখ দেখা যায় না, ভাষা সেটা শিল্পীকে ভুলিয়ে দিয়েছে।

এখানে আমরা দুটো ব্যাপার দেখতে পাই। এক হলো -- ছবি মানে প্রতিকৃতি। অর্থাৎ যা আছে তার অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করা। পর্শ্বচিত্রে দুটো চোখ দেখালে এই নিয়মটা ভাঙা হয়। আর একটা ব্যাপার হলো কল্পনা, সুষমা আর ছন্দের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি। যেকারণে প্রাচীনতর যুগের ছবি নব্যপ্রস্তর যুগের ছবির চেয়ে ভালো।

গ্রিক দার্শনিকেরা শিল্পকে মাইমেসিস বা অনুকরণ আখ্যা দিয়েছিলেন। প্লেটো বলেছিলেন অনুকরণ সত্যের সারূপ্য লাভ করতেপারে না। তাই কাব্য এবং অন্যসব শিল্পকর্মই ঝুঠো। এ্যারিস্টটল নিজের গুর এই কথাটা মেনে নেননি। তবে মামেসিস শব্দটা নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে।

ছবি মানেই কোনো মানুষের বা জিনিসের ছবি। আমরা বলি এটা গাছের ছবি, এটা একটা পাখির ছবি ইত্যাদি। যথাযথ হওয়ারপ্রশ্নটা কিন্তু আর সব প্রশ্নকে বাতিল করে দিতে পারেনি। বেশ কয়েক দশক ধরে অ্যাবসট্র্যাক্ট আর্ট নিয়ে অনেক মাতামাতি চলছে। বাংলা বিমূর্ত শব্দটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট - এর সুষ্ঠু অনুবাদ নয়। ইংরাজি শব্দটার অর্থ হলো একাধিক উপাদানে গঠিত কোনো ভাববস্ত থেকে একটি দুটিউপাদান বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া। নীরদ চৌধুরী ঠিকই বলেছেন, ছবি মাত্রই অ্যাবস্ট্র্যাস্ট। ত্রিমাত্রিক বস্তুকে দ্বিমাত্রিকরূপে পরিবর্তিত করা। এটা এক ধরনের অনুবাদ -- আর যে অনুবাদের ব্যাকরণ আছে। দীর্ঘকাল ধরে চিত্রশিল্পীরা আঁকার ব্যাকরণ আয়ত্ব করেছেন। পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম, আলোছায়ার সম্পর্ক, রঙের 'টান টোন' প্রভৃতি তার মধ্যে পড়ে। উদ্দেশ্য দ্বিমাত্রিক তলে তিনমাত্রার মায়া সৃজন করা। পিকাসো বলেছেন, "Cheating the eye".

পশ্চিমের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এই চোখের কৌতূহল খুব প্রবল হয়ে ওঠে জিয়োত্তো (Gioto)-র সময় থেকে। দেহ সংস্থানের খুঁটিনাটি, তলের সঙ্গে আলোর সম্পর্ক, জলে জল পড়লে কী রকম দেখায় এই নিয়ে চিত্রকরদের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতেই থাকে। এমন কথাও শোনা যেতে লাগলো যে, কোনো চিত্রকর এমন আঙুর এঁকেছেন যে তাতে পাখি ঠুকরেছে। এটা কিন্তু চিত্রকলার গৌণ-দিক; ঐক্য সুষমা ছন্দের কথাটাই মুখ্য। আলোকচিত্র - পদ্ধতি যত আয়ত্ব হতে লাগলো ততই এই Visual Curiorsity -র বোঝাটা তার ঘাড়ে চাপানো যেতে পারলো। ফটোগ্রাফির অসাধারণ উন্নতির ফলে বোঝা গেল যে, বর্ণচিত্রীদের ও নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আগেকার দিনের ভারতীয় চিত্রকরেরা অনুকরণের দিকটাকে খুব গুত্ব দেননি। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোনো কোনো ইয়োরোপীয় চিত্রকর এমনভাবে ছবি আঁকতেন যে আজকের দর্শকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে। তুলি ব্যবহার করা হয়েছে না ক্যামেরা।

ক্যামেরা নিজে নিজে কাজ করে না, মানুষের চোখের আর মনের সাহায্য লাগে। এবারে একটা মজার ব্যাপার দেখা গেল। ক্যামেরার একটা কাজ, যথাসাধ্য নিখুঁত ভাবে তথ্যকে ধরে রাখা। পরমাণুবিজ্ঞানী বা জ্যোতির্বিদ এই উদ্দেশ্যে ক্যামেরা ব্যবহার করেন। কিন্তু যখনই কিছু সৃষ্টি করতে হয়, তখনই কিন্তু আলোকচিত্রী বর্ণচিত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয়। যখন দেখি কেউ সূর্যাস্তের ভালো ছবি তুলেছে, তখনই ধরা পড়ে সেটা অমুক শিল্পীর ঐ ছবিটার নকল।

ভাষার প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। এই বোধ তীক্ষ্ম হয় ঊনিশ শতকে, তার থেকে impressionism -এর জন্ম। এঁরা বললেন, চোখের কণীনিকার যে চিত্র ভেসে ওঠে সেটাই আঁকার বিষয়। গাছের পাতা সবুজ বলার কোনো মানে হয় না, আলো পড়ে তাতে নানা রঙ ফুটে ওঠে। এখানে তুলির সঙ্গে ক্যামেরার গাঁটছড়া বাঁধা হলো।

কিন্তু শিল্পের ভিত্তি হলো কল্পনা, অতএব আলোকচিত্রীকে তার আশ্রয় নিতে হয়। ক্যামেরা চিত্রশিল্পে কোনো নতুন মাত্রা যোগ করতে পারেনি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com